৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৯২ এবং ভারতের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের ওপর এর প্রভাব

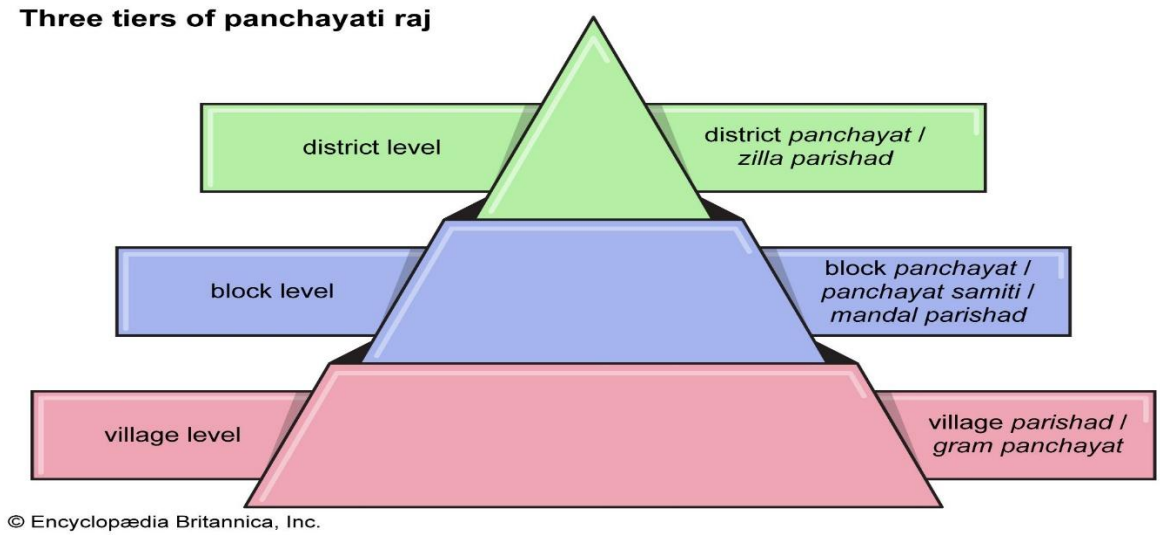

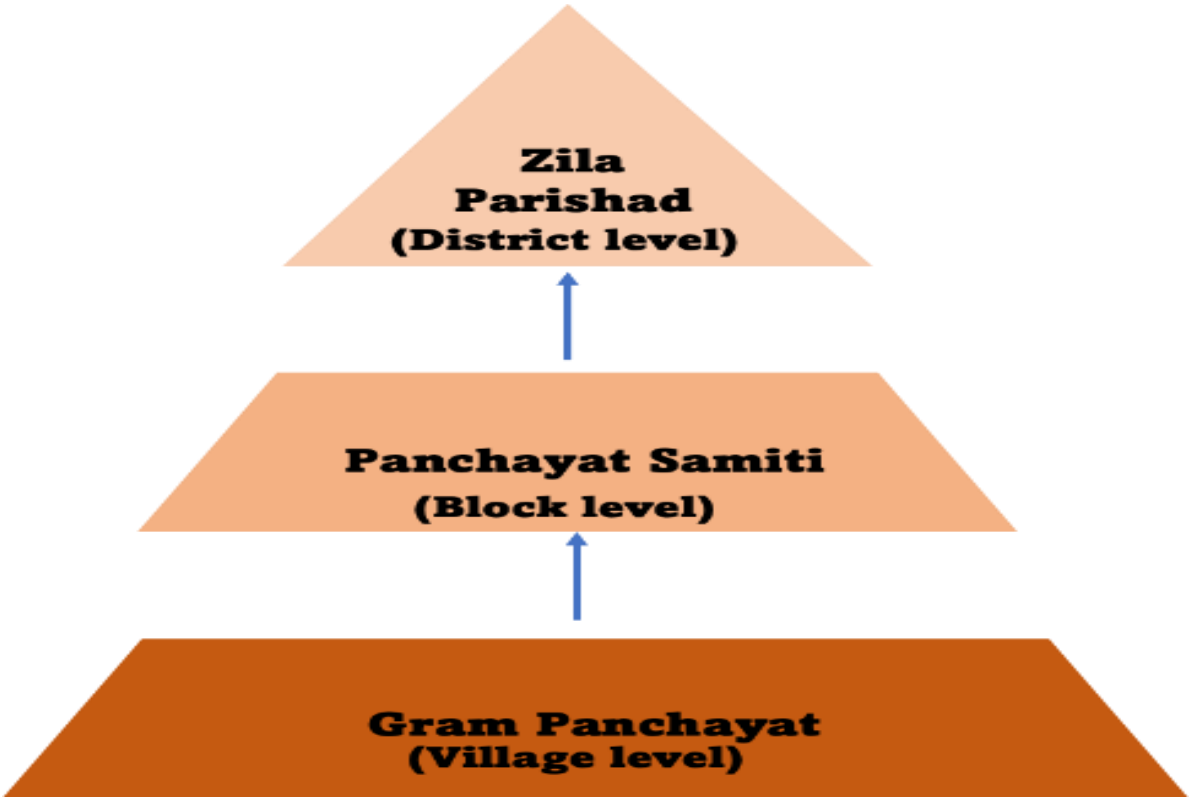

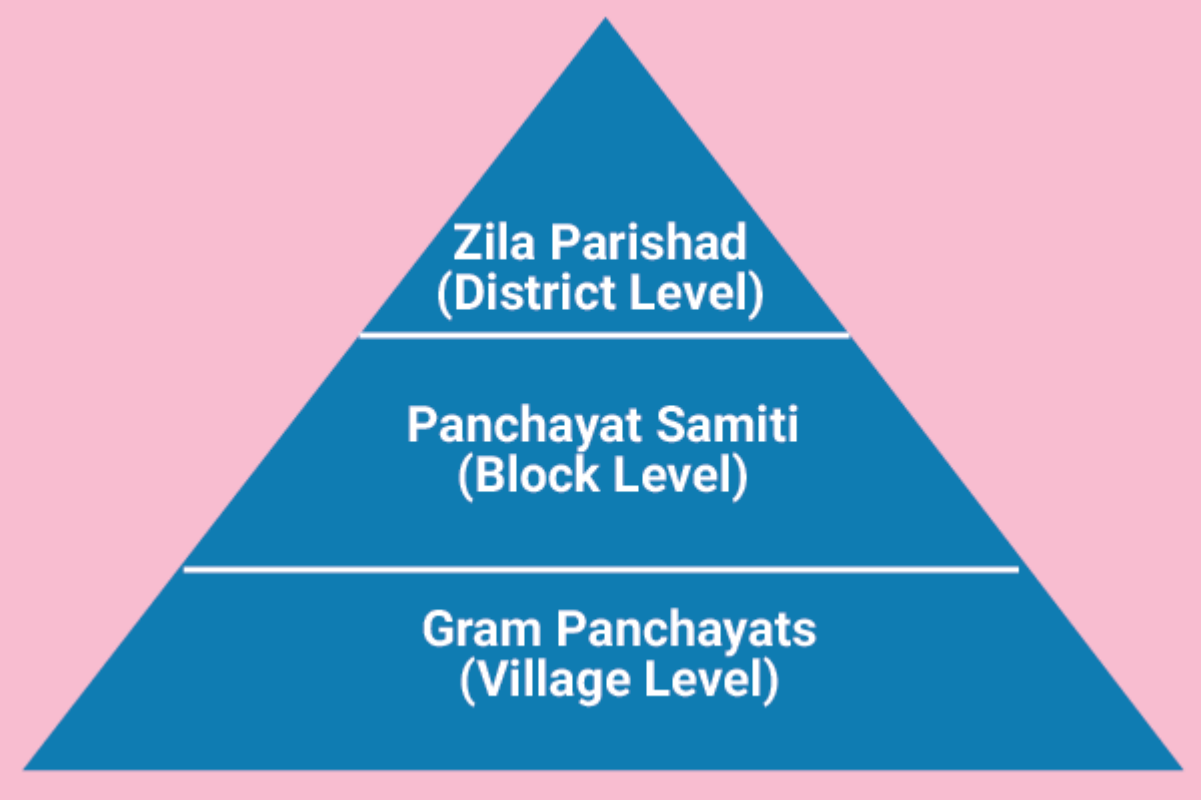

ভূমিকা

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রণীত **৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন** একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতে **পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা** সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৩ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে এই আইন কার্যকর হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় স্বশাসনের ভূমিকা নিশ্চিত করা।

৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি

এই সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে **নবম ভাগ (Part IX)** যুক্ত হয় এবং **অনুচ্ছেদ ২৪৩ থেকে ২৪৩-ও** অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে পঞ্চায়েতগুলি আর রাজ্য সরকারের দয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

২. ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েতি রাজ কাঠামো

গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের জন্য তিনটি স্তর নির্ধারণ করা হয়—

- **গ্রাম স্তর** : গ্রাম পঞ্চায়েত
- **মধ্যবর্তী স্তর** : পঞ্চায়েত সমিতি
- **জেলা স্তর** : জেলা পরিষদ

(ছোট রাজ্যগুলিতে মধ্যবর্তী স্তর না-ও থাকতে পারে)

৩. গ্রাম সভার ভূমিকা

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার নিয়ে গঠিত **গ্রাম সভা**-কে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
গ্রাম সভা—

- উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করে
- পঞ্চায়েতের কাজের উপর নজরদারি করে
- সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit) নিশ্চিত করে

৪. নিয়মিত নির্বাচন

প্রতি **৫ বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন** বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
এছাড়া—

- রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা
- পঞ্চায়েত ভেঙে দিলে ৬ মাসের মধ্যে পুনর্নির্বাচনের বিধান

৫. সংরক্ষণ ব্যবস্থা

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়—

- **তফসিলি জাতি ও উপজাতি** : জনসংখ্যার অনুপাতে
- **নারী সংরক্ষণ** : কমপক্ষে **৩৩%** (বর্তমানে বহু রাজ্যে ৫০%)
- অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের ক্ষমতা রাজ্যের ওপর ন্যস্ত

৬. আর্থিক ক্ষমতা ও অর্থ কমিশন

প্রতিটি রাজ্যে **রাজ্য অর্থ কমিশন** গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়, যা—

- পঞ্চায়েতের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করে
- কর আরোপ ও রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত সুপারিশ করে

৭. একাদশ তফসিল

পঞ্চায়েতের কার্যাবলির জন্য **একাদশ তফসিলে ২৯টি বিষয়** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন—

- কৃষি ও কৃষি সম্প্রসারণ
- গ্রামীণ আবাসন
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
- প্রাথমিক শিক্ষা
- দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের ওপর ৭৩তম সংশোধনী আইনের প্রভাব

১. বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতায়ন

এই আইন গ্রামীণ প্রশাসনে **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ** নিশ্চিত করেছে। ফলে স্থানীয় সমস্যার সমাধান স্থানীয় স্তরেই সম্ভব হচ্ছে।

২. গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

গ্রাম সভা ও নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ বেড়েছে। এতে গণতন্ত্র আরও **অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক** হয়েছে।

৩. নারী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ক্ষমতায়ন

সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে—

- গ্রামীণ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে

- তফসিলি জাতি ও উপজাতির নেতৃত্ব বিকশিত হয়েছে

৪. উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতিফলন

স্থানীয় প্রতিনিধিরা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে যুক্ত হওয়ায় প্রকৃত গ্রামীণ চাহিদা প্রতিফলিত হচ্ছে।

৫. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

গ্রাম সভা, সামাজিক নিরীক্ষা ও স্থানীয় নজরদারির ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা** বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

যদিও আইনটি গুরুত্বপূর্ণ, তবুও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে—

- অনেক রাজ্যে পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি
- প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের প্রভাব রয়ে গেছে
- শিক্ষার অভাব ও রাজনৈতিক সচেতনতার ঘাটতি
- নারীদের ক্ষেত্রে "প্রক্সি নেতৃত্ব"-এর সমস্যা

উপসংহার

৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন ভারতের গ্রামীণ প্রশাসনে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এটি তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেছে এবং গ্রামীণ উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। তবে এর পূর্ণ সাফল্যের জন্য প্রয়োজন—

- প্রকৃত ক্ষমতা ও অর্থ হস্তান্তর
- রাজনৈতিক সদিচ্ছা
- সচেতন ও প্রশিক্ষিত স্থানীয় নেতৃত্ব

তবেই গ্রামীণ ভারত সত্যিকার অর্থে **স্বশাসিত ও ক্ষমতায়িত** হয়ে উঠতে পারবে।